৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৩ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি'র ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ শনিবার সন্ধ্যা ৬:০০ টায় বিএসটিডি'র নিজস্ব কার্যালয়ে সমিতি'র প্রেসিডেন্ট জনাব এম জানিবুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন বিএসটিডি'র নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন সমিতির মহাসচিব জনাব এম খায়রুল কবীর। এ সভায় ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। তিনি ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর আলোকে গৃহীত ফলোআপ সভায় উপস্থাপন করেন।

অত:পর বিএসটিডি'র মহাসচিব জনাব এম খায়রুল কবীর সমিতি'র ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকৃত আয়-ব্যয় প্রতিবেদন, ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বিএসটিডির নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয় বাজেট সভায় উপস্থাপন করেন সমিতি'র কোষাধ্যক্ষ বেগম কানিজ ফাতেমা চৌধুরী। সাধারণ সভায় উপস্থাপিত ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ও প্রকৃত আয়-ব্যয় তথ্য এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট ও অডিট রিপোর্ট ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে ড. সৈয়দ নকিব মুসলিম, মোঃ শফিকুল ইসলাম, ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল, প্রফেসর ড. মোঃ অলিউল আলম এবং জনাব মোঃ মিজানুর রহমান প্রমুখ। অত:পর ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় তথ্য, অডিট রিপোর্ট এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। এছাড়া ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের হিসাবাদি নিরীক্ষণের জন্য হুদা হোসেন অ্যান্ড কোম্পানিকে নিয়োগ দেয় হয়। বার্ষিক সভায় জনপ্রশাসন, শিক্ষা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে বিএসটিডির নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তির জন্য একটি প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম বিএসটিডির কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন বৃদ্ধির পরিমানের বিষয়টি জানতে চান। নির্বাহী কর্মকর্তা জানান বিএসটিডিতে কর্মরত ৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য মোট ৪,৫০০/- টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক, আজীবন এবং সাধারণ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির বক্তব্যে **জনাব এম জানিবুল হক** বলেন যে, সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিএসটিডি বাংলাদেশের জাতীয় অঙ্গনে একটি পেশাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ অনুরাগী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বিএসটিডি বিভিন্ন ভাবে উৎসাহিত করছেন। তিনি বলেন, সকলের সহযোগিতা এবং মিথস্ক্রিয়া যত বেশী হবে, সংগঠন তত বেশী সক্রিয় ও শক্তিশালী হবে। এ ব্যাপারে সবাই সচেতন ও সজাগ থাকবে মর্মে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, বিএসটিডি কর্তৃক আয়োজিত প্রত্যেকটি সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুতপূর্বক তা বাধাঁই করে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা হয়। প্রশিক্ষণ জার্নাল নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত বের হচ্ছে। আইএফটিডিও এবং এমডিসা কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিএসটিডি'র প্রতিনিধি বৃন্দ অংশগ্রহণ করছেন। তিনি বলেন, করোনার মধ্যেও বিএসটিডি কর্তৃক আয়োজিত প্রতিটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নিবেদিত প্রাণ সদস্যবৃন্দ অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত ও স্বার্থক করে চলেছেন। তিনি জানান জনপ্রশাসন, শিক্ষা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে বিএসটিডির নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে শীঘ্রই একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়সমূহে প্রেরণ করা হবে। উপরোন্ত অদ্যকার এজিএম এর প্রস্তাবনা অনুযায়ী বিএসটিডির কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে পুন:বিবেচনা করা হবে। বিএসটিডি কর্তৃক আয়োজিত প্রতিটি অনুষ্ঠানে আগামীতেও সকলে স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করবেন মর্মে তিনি দৃঢ় আশা ব্যক্ত করেন। তিনি বিএসটিডি'র উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। আগামীতেও এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি দৃঢ় আশা ব্যাক্ত করেন। মহাসচিব কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং নৈশ ভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।